শ্রীশ্রীমায়ের ঐশ্বরিক দিক

প্রব্রাজিকা অতন্দ্রপ্রাণা
সাধারণ সম্পাদিকা,
শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশন

শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বামীজী 'অবতারবরিষ্ঠায়' বলেছেন। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ, একথার অর্থ কী? আসলে স্বামীজী ঠাকুরকে যুগোপযোগী অবতার হিসাবে দেখেছেন। রামচন্দ্র রাক্ষসবধ করে ধর্মপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রেও খল আত্মীয়দের সঙ্গে বিবাদ থেকে যুদ্ধ, তারপর তাদের বিনাশ। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ আরও কঠিন সময়ে এসেছেন। অসুররা এখন আর বাইরে নয়, অন্তরে। তাই স্বামীজী ঠাকুরকে 'সংশয়রাক্ষসনাশমহাস্ত্রম্' বলেছেন। বলেছেন, এবার শ্রীরামকৃষ্ণ বিরাট শক্তি নিয়ে এসেছেন কারণ তাঁকে আমাদের অন্তরের অসুর বধ করতে হবে। আধুনিক ভোগবাদই আজ অসুর যা আমাদের ভেতরেই আছে। ঠাকুর তো আর আমাদের সকলকে হত্যা করে ধর্ম সংস্থাপন করতে পারবেন না!

তাঁকে আমাদের ভিতরে শ্রীরামচন্দ্রকে, শ্রীকৃষ্ণকে সৃষ্টি করতে হবে, যে-ঐশ্বরিক গুণ সহায়ে আমরা অন্তরের অসুর বিনাশ করতে পারি,

আসুরিক লোভ, মোহ ইত্যাদিকে জয় করে স্বস্বরূপে ফিরে যেতে পারি। এ কুরুক্ষেত্রের চেয়েও বড় যুদ্ধ। এই আসুরিক প্রবৃত্তিই আজ যুগসমস্যা। এর সমাধানকল্পে শ্রীশ্রীমাও এসেছেন বিপুল শক্তি নিয়ে।

রামচন্দ্র দুর্গাকে আবাহন করতে চেয়েছিলেন কারণ তাঁকে রাবণবধ করতে হবে। সময়টি ছিল অকাল, যখন ছমাস দেবতারা ঘুমিয়ে থাকেন। ঋষিগণ এবং দেবতারা তাঁকে সাহায্য করতে

এসেছিলেন। তাঁরা স্তব করতে লাগলেন, "মা তুমি কোথায়? দয়া করে আমাদের রক্ষা করো।" একজন ঋষি আবিষ্কার করলেন, বিল্ববৃক্ষের উপর পত্রের স্তূপে দেবী একটি শিশুরূপে নিদ্রিতা। ঋষিরা গাছটিকে ঘিরে তাঁকে ডাকতে লাগলেন। তখন মা জেগে উঠলেন, হেসে নেমে এলেন। এটি পৌরাণিক গল্প। এবারেও যুগদেবী বেলগাছ থেকে নেমে এসেছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের মা শ্যামাসুন্দরী দেবী শিহড়ে একটি বেলগাছের নিচে বসেছিলেন। সেইসময় একটি সালঙ্কারা শিশুকন্যা গাছ থেকে নেমে পেছন থেকে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "আমি তোমার ঘরে এলাম, মা।" তারপরই শ্রীশ্রীমার জন্ম। আজ সেখানে সারদা মঠের একটি কেন্দ্র রয়েছে। ওই স্থানে ছোট একটি মন্দির হয়েছে এবং বেলগাছটি এখনও শ্যামাসুন্দরীর ওই দর্শনের সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর মধ্যম চরিত্রে রয়েছে, অসুরদের দ্বারা অত্যাচারিত দেবতাদের বদন, শরীর থেকে তেজ বেরিয়ে পুঞ্জীভূত হল, 'জ্বলন্তমিব পর্বতম্'— যেন আগুনের পর্বত। সেই পুঞ্জ এক নারীর আকার নিল। তাঁরা তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক ও অলঙ্কার এই দেবীমূর্তিকে দিলেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেখি, তাঁরা দেবীর জয়ধ্বনি দিয়েই সরে যাচ্ছেন। কারণ, ওই আকাশছোঁয়া ভীমমূর্তির সামনে তাঁরাও দাঁড়াতে পারছিলেন না।

শ্রীশ্রীমায়ের সেবিকা সরলা (যিনি পরে শ্রীসারদা মঠের প্রথম সঙ্ঘাধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজী) শ্রীশ্রীমাকে এভাবে দর্শন করেছিলেন। একদিন সরলা উদ্বোধন বাড়ির ছাদে কাপড় তুলতে গেছেন, মাও ছাদে উঠেছেন। সরলা হঠাৎ দেখলেন শ্রীশ্রীমা এত দীর্ঘ আকৃতি ধারণ করেছেন যে তিনি প্রায় আকাশ ছুঁয়েছেন। এই ব্যাপার দেখে সরলা খুব ভয় পেয়েছিলেন, চুপচাপ তাড়াতাড়ি নেমে এসেছিলেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর উত্তর চরিত্রে দেখা যায় দেবীকে দেবতারা কাতরপ্রাণে আহবান করছেন, কারণ আবার অশুভ শক্তি তাঁদের উপর অত্যাচার করছে। তাঁরা জানতে চাইছেন মা কোথায়। তাঁরা স্তব করছেন, যে-দেবী সর্বভূতে মাতৃরূপে শক্তিরূপে ইত্যাদি, তাঁকে প্রণাম। তখন হিমালয়ের কন্যা পার্বতী স্নান করতে যাচ্ছিলেন। তিনি দেবতাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কার স্তব করছ?" হঠাৎ দেবীর দেহকোষ থেকে আদ্যাশক্তি শিবা বেরিয়ে এসে বললেন, "এরা আমারই স্তব করছে।" পার্বতী দেবীর দেহকোষ থেকে অম্বিকা উৎপন্না হয়েছেন বলে জগতে তাঁর নাম হল কৌশিকী। দেবীর সরল প্রশ্ন, সরল আচরণ আমাদের মুগ্ধ করে। শ্রীশ্রীমাও নিজেকে গ্রাম্য নিষ্পাপ সরল বালিকারূপেই সর্বদা প্রকাশ করতেন, যেন কিছুই জানেন না। তাঁর আচরণ এত সরল ছিল যে, কলকাতায় প্রথম এসে কল খোলার আগে শব্দ বের হলে বলতেন, কলের ভেতর সাপ ঢুকেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দেবীপীঠে বসিয়ে ষোড়শীপূজা করে তাঁর মধ্যে দেবী ষোড়শীকে আবাহন ও জাগ্রত করেছিলেন। সকলের জন্য, বিশেষ করে সন্ন্যাসীদের জন্য এর আর একটি তাৎপর্য রয়েছে। অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য শারদাম্বা, শ্রীললিতাকে আবাহন করেছিলেন। তাঁকে দেবী ষোড়শীর মতোই পূজা করা হয়। ঠাকুর এই সমস্ত ইতিহাস জানতেন না। তিনি নিজ অন্তরের অনুপ্রেরণা থেকেই ষোড়শীপূজা করেছিলেন। শারদাম্বাকে শৃঙ্গেরী মঠে স্থাপন করার পর, শঙ্করাচার্য দেশের সর্বত্র ধর্মস্থাপনে বেরিয়েছিলেন। এরপর দশনামী সম্প্রদায়, দেশের

চার প্রান্তে চারটি মঠ—সবকিছুই তিনি করলেন এবং মাকে আখ্যা দিলেন, 'মোক্ষদ্বারকপাট-পাটনকরী' অর্থাৎ মার হাতেই চাবি। যদি মা সন্তুষ্ট হন, মোক্ষের দরজা খুলে দেন, তাহলেই কেবল মানবের পক্ষে মোক্ষলাভ সম্ভব।

এবারে শ্রীরামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলে শ্রীশ্রীমাই সঙ্ঘের কেন্দ্রে। স্বামীজী বলেছেন, "মা আমাদের সঙ্ঘজননী।" মায়ের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয়কে সাবধান করে বলেছিলেন, "ওরে হৃদে, একে (অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণকে) তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে কথা বলিস বলে ওকে (শ্রীমাকে) আর কখনো এমন কথা বলিস নি। এর ভেতরে যে আছে, সে ফোঁস করলে হয়তো রক্ষা পেলেও পেতে পারিস; কিন্তু ওর ভেতরে যে আছে, সে ফোঁস করলে তোকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও রক্ষা করতে পারবেন না।"

শ্রীশ্রীমা স্থূলদেহে থাকতে জগদ্ধাত্রীরূপে কোনও কোনও ভক্তকে দর্শন দিয়েছিলেন। তাঁর পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একবার আমোদরের তীরে সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করে প্রণাম করতেই দেখেন পশ্চিম আকাশ জুড়ে বিরাটাকার এক সিংহ। তার মুখ প্রসন্ন; হিংসার এতটুকু চিহ্ন নেই। তার পিঠে জ্যোতির্ময়ী চতুর্ভুজা এক দেবী বসে আছেন। অস্তগামী সূর্যের আলোয় দেবী জগদ্ধাত্রীর সেই উজ্জ্বল মূর্তি দর্শন করতে করতে রামচন্দ্র দেখলেন সেই মূর্তি অনন্তে মিলিয়ে গেলেন। তাঁর হৃদয় দিব্যানন্দে ভরে উঠল। পরে আরও কয়েকবার তিনি ষোড়শী মূর্তি, দ্বিভুজা মানবী মূর্তির দর্শন পান স্বপ্নে। দেখেন, দেবী বলছেন, তিনি তাঁর গৃহে আসবেন। তাই শ্রীশ্রীমাকে বলা হয়েছে দেবী জগদ্ধাত্রী।

আবার মা-ই দেবী বগলা। বগলামূর্তি দেবীর একটি রূপ, যেখানে তিনি রাক্ষসের জিহ্বা ধরে তাকে চড় মেরে শাসন করেন। হরিশের ঘটনা উল্লেখ করে মা পরে বলেছেন, "আমি নিজ মূর্তি ধরে দাঁড়ালাম" অর্থাৎ তিনি নিজস্ব দৈবী রূপ ধরলেন। তাকে মাটিতে ফেলে জিভ টেনে ধরে চড় মেরেছিলেন মা। এত সৌম্য শান্ত মা এমনটি করেছেন। আধুনিক মেয়েদের জন্য এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষা। আমাদের মন্দের মুখোমুখি হওয়ার সাহস রাখতে হবে। মেয়েদের "আমি কিছুই করতে পারব না" ভাবা উচিত নয়।

মা শীতলার এক হাতে থাকে ঝাড়ু, আর এক হাতে কলসি। শ্রীশ্রীমা একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন, একটি মেয়ে, একটি কলসি ও ঝাঁটা হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে গো?" মেয়েটি উত্তর দিল, "আমি সব ঝেঁটিয়ে যাব।" মা তখন জানতে চাইলেন, তারপর কী হবে। সে বলল, তারপর কলসি থেকে অমৃত ছড়িয়ে দেবে। এই ঘটনাটি বর্ণনা করে পূজনীয় বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ আমাদের বলেছিলেন, "এই মেয়েটি শ্রীশ্রীমা নিজেই। তিনি এখন ঝাড়ু দিচ্ছেন তাই তোমরা বিশৃঙ্খলা, ধুলো দেখছ। কেউ বুঝতে পারছে না কী ঘটতে চলেছে। কিন্তু তিনি সমস্ত মন্দ দূর করছেন, অবশেষে তিনি অমৃত ছিটিয়ে দেবেন এবং সুসময় আসবে।"

শ্রীশ্রীমা এসেছেন, আমাদের জন্য কাজ করেছেন, এখনও করছেন। আমরা তাঁর শ্রীচরণ ধরে থাকব এবং আন্তরিকভাবে মায়ের কাছে প্রার্থনা করব—আমাদের রক্ষা করো।"